BCK	**BANDHU CORNEA KENDRA** (Reg. No. S/86552 of 1997-98) (Affiliated to : International Eye Bank, Kolkata & Ganadarpan, Kolkata) 51/6 Charakdanga Road, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly, Pin 712 232, W.B. PAN : **AABAB2599M** ~ ☎ **033-26634178/3262** ~ **94338 80516** e-mail ID : **bandhucorneakendra1@gmail.com**

PLEDGE FORM

I , ………………………………………………………………………… son / daughter / wife /mother of……………………………………………………………………….. P. O. ……………………., P. S. ……………………., Dist……………………, State :……………………….., Phone No. :………………………. aged about …………Years, by profession……………………………….., being of sound mind and judgment do hereby pledge my mortal body, along with all the skeleton,/ organs & tissues (such as **07 Organs viz. HEART, KIDNEY, LUNG, LIVER, PANCREAS, OVARY & INTESTINE and 15 Tissues viz. CORNEA, HEART VALVES, SKIN, BONE, BONE-MARROW, EAR-DRUM, EAR-BONE, BLOOD, CARTILAGE, LIGAMENT, TENDON, VAIN, ARTERY, STEM CELL & AMNION** Etc.) , for the promotion of medical science.

I further declare that in case of my brain death, the body may be at the disposal of medical science and this pledge has been made with full consciousness and not under any form of duress or coercion. If there is any change in name or address the same will be communicated to **GANADARPAN / BANDHU CORNEA KENDRA**.

I put my hand this…………………the……………..……day of…...…………..……Two Thousand…………..

____

Witness to the Signature:- **Signature in full**

Name / Full Signature	Relation	Address with Phone No.
1)		
2)		

General Secretary / President
Ganadarpan

বন্ধু কর্নিয়া -কন্দ্র

৫১/৬ চড়কডাঙ্গা রোড়, ভদ্রকালী,
উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন -কাড : ৭১২ ২৩২, প: ব:
দূরভাষ : (০৩৩) ২৬৬৩-৪১৭৮ / ৩২৬২
চলমান : **৯৪৩৩৮৮০৫১৬**
e-mail ID : **bandhucorneakendra1@gmail.com**

গণদর্পণ

৩২ডি, ধী-রন্দ্র নাথ -ঘাষ -রাড,
কলকাতা - ৭০০ ০২৫
দূরভাষ : (০৩৩) ২৭০২-১৫০৪, ২৪৫৪-০৮৯১
দূরবার্তা : (০৩৩) ২৪১৯-১১৬৫
চলমান : ৯৪৩৩০৩১৫০৪ / ৯৪৩৩৮৮২০১১

আমি ---------- বয়স ------

-পশা ----------পিতা/মাতা/স্বামী----------

ঠিকানা:----------ডাকঘর ----------

জিলা----------পিন ---------- দূরভাষ ---------- চলমান ----------

মানসিক দিক -থ-ক সম্পূর্ণ সুস্থ এবং যথার্থ বিচার বিবেচনায় সক্ষম। এতদ্বারা আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কলা ও কোষাদি সহ {যথা : চোখের কর্নিয়া, কানের পর্দা ও হাড়, বৃক্ক, চামড়া, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, হৃদযন্ত্রের কপাটিকা, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, হাড়, মজ্জা, রক্ত, ডিম্বাশয়, কার্টিলেজ, লিগামেন্ট, টেন্ডন, শিরা, ধমনি, অ্যামনিয়ন (-য থলি দি-য় মাতৃগ-র্ভ ভ্রূণ ঢাকা থা-ক) ও -স্টম -সল ইত্যাদি } আমার নশ্বর দেহটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে দান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমি কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন অথবা প্ররোচনা ছাড়াই স্বত:প্রবৃত হয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানে এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করছি।

আমার নাম বা ঠিকানার -কান পরিবর্তন হ-ল তা যথা সম-য় **গণদর্পণ/বন্ধু কর্নিয়া -কন্দ্র**'-ক জানি-য় -দওয়া হ-ব।

আমি, আজ ------ বার ------ সালের -------- মাসের ----- তারিখে এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

পূর্ণ স্বাক্ষর

স্বাক্ষরকালীন সাক্ষী-দর বিবরণ ঃ

(১) পূর্ণ স্বাক্ষর : ----------

সম্পর্ক : ----------

ঠিকানা(স্থায়ী): ----------

ঠিকানা(বর্তমান):----------

(২)পূর্ণস্বাক্ষর: ----------

সম্পর্ক : ----------

ঠিকানা(স্থায়ী)----------

ঠিকানা(বর্তমান) ----------

সাধারণ সম্পাদক/সভাপতি, গণদর্পণ

জন্মান্ধ মানেই সারা জীবন দৃষ্টিহীন নাও হতে পারে

স্বপন কুমার বন্ধু

(মো : ৯৪৩৩৮ ৮০৫১৬) (e-mail : swapan.bandhu15@gmail.com)

আজ যে চারিদিকে 'মরণোত্তর চক্ষুদান' আন্দোলন সম্বন্ধে শুনতে পাই তার শুরুটা কিন্তু হয়েছিল অন্যরকমভাবে। এখন আমরা জানতে পেরেছি মানুষ দৃষ্টিহীন হয় ৩০ (তিরিশ) রকম কারণে। আগে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়নি তখনই শুরু হ'ল কর্নিয়া প্রতিস্থাপন। অর্থাৎ চক্ষুগোলকের দ্বিতীয় পর্দা যার একমাত্র কাজ বাইরের আলোকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া। যেমন দারোয়ানরা করে থাকেন।

দিনটা ছিল ১৯০৫ সালর ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ। স্থান : বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রের মারাভিয়ার ওলামাউক। প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রথম কর্নিয়ার দাতা ও গ্রহিতার নাম যথাক্রম ১১ বছরর কার্ল ব্রাউয়ার এবং ৪৫ বছরর শ্রমিক আলাইস গ্লাগোর। এই বিষয়ের স্থপতি : ডাক্তার এডোয়ার্ড - কোনার্ড জিরম। কার্ল ব্রাউয়ার এসেছিলেন তাঁর চোখে মারাত্মক আঘাত নিয়ে। ডাক্তার জিরম পরীক্ষা করে বুঝলেন যে চক্ষুগোলক দুটি দ্রুতগতিতে তুলে না ফেলল কিশোরটির সমূহ বিপদ। চট-জলদি তাঁর আর একটি রোগীর বিষয়ে চিন্তা করলেন। কারণ আলাইস গ্লাগোরর চোখের কর্নিয়া দুটি নষ্ট হয়েছিল দূর্ঘটনাজনিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। যেমন চিন্তা তেমনই কাজ। এক জনের চক্ষুগালক তুলে ফেললেন তাঁকে বাঁচাতে আর এক জনের চোখের খারাপ কর্নিয়া পালটিয়ে নতুন ভালো কর্নিয়া বসিয়ে দিলেন - সৃষ্টি হ'ল পৃথিবীর বুকে এক নতুন রের্কড অর্থাৎ দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিসম্পন্ন করার তৎকালীন সময়ে আশ্চর্য চিকিৎসা। প্রমাণ হিসাবে স্মারকটি এখনও দেখতে পাওয়া যায় Eye Clinic in Hospital in Olomouc -এ চেক ভাষায় লেখা "Dr Eduard Konard Zirm has performed the first transplant of the Cornea in this building in the world on 7th December 1905"

শুরু হ'ল মানুষের কর্নিয়ার জয়যাত্রা। বর্তমানে যেহেতু জীবিত মানুষের কাছ থেকে কর্নিয়া নেওয়া হয় না, সেইজন্যেই আমরা বলে থাকি 'মরণোত্তর চক্ষুদান'। অর্থাৎ মৃতদেহ থেকে, নিদানিক মৃত্যুর পর ৬ ঘন্টার মধ্যেই, কর্নিয়া সংগ্রহ করা হয়। এই আন্দোলনে আমাদের রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কর্নিয়া সংগ্রহ নগন্য।

সামগ্রিক তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাইছি না। তবে এখনও বেশ কিছু মানুষের ধারণা 'জন্মান্ধ'দের জন্য আর কিছু করার নেই। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অর্থাৎ জন্মের সময় যদি কেউ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হন তাহলে আর কিছু করা যাবে না - এটা ঠিক নয়। দেখতে হবে যে, কেবলমাষন যদি কর্নিয়াজনিত কারণে দৃষ্টিহীন থাকেন, সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হলেও, তাহলে কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের ফলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

উত্তরপাড়ায় বন্ধু কর্নির্য়য়া কেন্দ্র'র উদ্বোধনে কাশিনাথ বসাক

এই রকমই একজন মানুষ, কাশিনাথ বসাক, যাঁর জন্ম ১৯৬৫ সালে - জন্মান্ধ অবস্থায়। বাড়ি বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের উত্তরবাজারে। তিনি ২৬ বৎসর বয়সে ১৯৯১ সালে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে (Regional Institute of Ophthalmology) মৃতদেহ থেকে কর্নিয়া সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপনের ফলে দৃষ্টিসম্পন্ন হ'ন। এখন তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন ও ঘোর সংসারী। তাঁর চোখে দেখতে এখন কোন অসুবিধা নেই। কাজেই কেউ যদি 'জন্মান্ধ' মানেই সব শেষ ভাবেন তাঁদের পাশে সঠিক তথ্য নিয়ে দাঁড়ানোই আমাদের কাজ।

BCK